বিষয়বস্তুঃ মদ, জুয়া ও লটারী নিকৃষ্ট শয়তানী কাজঃ

রবীউল আউয়াল মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(২০ রবীউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী, ৬ অক্টোবর ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১১৫

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা! আজ রবীউল আওয়াল মাসের ২০ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজ আমরা মদ, জুয়া ও লটারীর অবৈধতা ও ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ। সমাজের বহু লোক এসব গোনাহে ব্যাপক ভাবে জড়িত। এসব কাজের অবৈধতা ও সর্বনাশা ক্ষতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে।

সূরা মায়েদার ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“হে ঈমানদারগণ ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য পরীক্ষার তীরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ। অতএব, তোমরা এসব কাজ থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।”

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মু’মিন বান্দাদেরকে উদ্দেশ্য করে মদ,জুয়া, মূর্তি পুজা ও ভাল-মন্দ ভাগ্য নির্ণয় করার তীর যা মক্কার মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এ ৪ প্রকার পাপকাজ থেকে বিরত থাকতে আদেশ দিয়ে বলেছেনঃ এসব শয়তানী কাজ।

ইসলামের প্রথম যুগে, জাহেলী যুগের সাধারণ রীতি-নীতির মত মদপান স্বভাবিক ব্যাপার ছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মদীনা বাসীদের মধ্যেও মদপান ও জুয়া খেলা প্রচলিত ছিল। সাধারণ লোকেরা এ দু’টি জিনিসের বাহ্যিক উপকারিতার দিকে লক্ষ্য করে এতে মত্ত ছিল। কিন্তু এগুলোর মধ্যে যে খারাবী আছে, সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে কিছু সংখ্যক বুদ্ধিমান লোক এমনও ছিলেন, যারা মদ ও জুয়ার খারাবী ও অকল্যাণ অনুভব করতেন। তাই তাঁরা মদপান জুয়া খেলাকে ভাল কাজ বলে মনে করতেন না।

হিজরতের পর একবার হযরত উমার ইবনুল খত্তাব, হযরত মাআ’য ও কিছু আনসারী সাহাবা রযিয়াল্লাহু আনহুম মদ ও জুয়ার অকল্যাণ ও ক্ষতির কথা অনুভব করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে বলেছিলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে বিলুপ্ত করে এবং ধন সম্পদও ধ্বংস করে দেয়; এ

সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তখন আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ২১৯ আয়াত অবতীর্ণ করেন।এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌوَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ز وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ط

“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলেদিন, এ দু’টি জিনিসের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর লোকদের জন্য উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতার চেয়ে অনেক বড়।”

মদের অপকারিতা ও উপকারিতাঃ

এ আয়াতে বলা হয়েছে, মদের মধ্যে অপকার ও উপকার উভয়ই হয়েছে। তবে উপকারের তুলনায় অপকার খুবই মারাত্নক ও অনেক বেশি। মদের উপকারিতা বলতে, মদপান করলে আনন্দ পাওয়া যায়, সাময়িকভাবে কিছটা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাবণ্যও চলে আসে।কিন্তু এই সামান্য আনন্দ-ফুর্তির পরিবর্তে, মদপানকারী চরমভাবে স্বভাব-চরিত্র ও শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যা সাধারণতঃ অন্য কোন জিনিসের মধ্যে দেখা যায় না।

মদের শারীরিক ক্ষতিঃ

মদপানকারী নানা রকম জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। বহু ডাক্তারী মতে, যারা মদপানে অভ্যস্ত, তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের বৃদ্ধ লোকের মত অকর্ম হয়ে পড়ে।মদের প্রতিক্রিয়া মানুষের হজম শক্তি নষ্ট করে দেয়। লিভার এবং কিডনীকে বিনষ্ট করে ফেলে। মদপান কারী

যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। ইউরোপের কোন কোন ডাক্তার বলেছেনঃ ইউরোপে যক্ষ্মা রোগের কারণে অধিক মৃত্যু হয়ে থাকে। যখন থেকে ইউরোপে মদপান বেশি হয়েছে, তখন থেকেই যক্ষ্মা রোগ ব্যপক ভাবে বেড়ে গেছে।

মদের সবথেকে বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর বিবেক-বুদ্ধি হল মানুষের সবচাইতে বড় গুণ। যা মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যখন বিবেক-বুদ্ধি, কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না, তখন মন্দ কাজের পথ সহজ হয়ে যায়। ফলে, পরস্পর মারামারি, খুনাখুনি ও বিভিন্ন রকম গোনহের কাজ হয়ে যায়। এটা হল মদ পানকারীর নৈতিক বা স্বভাব চরিত্রের ক্ষতি।

সুধীবৃন্দ ! সূরা বাকারার ২১৯ নম্বরের এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী মদপান করা ছেড়েদেন। তবে যেহেতু এ আয়াতে মদকে পরিষ্কার ভাষায় হারাম করা হয় নি, তাই অনেকেই তখনও মদপান ত্যাগ করেন নি। অতঃপর একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মদের ব্যাপারে দ্বিতীয় বার সূরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি হল, একবার হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রযি) সাহাবাদের মধ্য হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করেছিলেন। খানা খাওয়ার পর প্রথা অনুযায়ী মদপানের ব্যাবস্থা করেন এবং সকলে মদপান করেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হয়, হযরত আলী (রযি) নামায পড়ান। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি সূরা কাফিরূন পড়েন এবং ভুল পড়েন। তিনি সূরাটি পড়ার সময় এ কথা বলে ফেলেন, وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ, “আপনারা (কাফিরগণ) যেসব দেব-দেবীর ইবাদত করেন

আমরাও তাদের ইবাদত করি।” তখন ন থেকে নামাযের সময় মদপান থেকে বিরত রাখার জন্য সূরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“হে মু’মিনগণ ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যেও না। যতক্ষন না বুঝতে পারছো যা তোমরা বলছো।”

সুনানে তিরমিযীর ২৬৩০ নম্বর হাদীসে এবং তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা নিসার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এসব লেখা আছে।

এ আয়াত দ্বারা নামাযের সময় মদপান হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি ছিল। তাই কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় মদপান করতেন। এ সময় আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রযি) কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রযি) উপস্থিত ছিলেন। খাওয়ার পরে মদের ব্যবস্থা ছিল। সকলে মদপান করেন এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হযরত সা’দ (রযি) একটি কবিতা আবৃতি করেন।তাতে তিনি নিজেদের প্রশংসা ও আনসারদের দোষারূপ করেন। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গালের একটি হাড় হযরত সা’দ রযিয়াল্লাহু আনহুর মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে হযরত সা’(রযি)গুরুতর আহত হন। পরে তিনি নবীজির খিদমতে হাযির হয়ে আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করে বলেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا

"হে আল্লাহ ! মদ সম্পর্কে আমাদেরকে পরিপূর্ণ স্পষ্ট বিধান বলেদিন।" তখন সূরা মায়েদার ৯০,৯১ নম্বর আয়াত নাযিল হয়। এতে মদ সম্পর্কে বিস্তারিত হুকুম বয়ান করে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়। এ দু'টি আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "হে ঈমানদারগণ ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাল-মন্দ ভাগ্য নির্ণয় করার জন্য তীর নিক্ষেপ এসবই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ।

অতএব তোমরা এসব থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাক। যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার। মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি করে থাকে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখে। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?" তাফসীরে রূহুল মাআ'নীর সূরা বাকারার ২১৯ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় এসব লেখা আছে।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ! মদ হারাম হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ اِجْتَنِبُوْاالْخَمْرَ فَأِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

"তোমরা মদপান থেকে বিরত থাক। কেননা তা সর্বপ্রকার অপকর্ম ও অশ্লীলতার দরজা খোলে।" সুনানে তিরমিযীর ১২৯৫ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদের ব্যাপারে দশ শ্রেণীর

লোকদের উপর অভিসম্পাদ দিয়েছেনঃ (১) যে মদের নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক,(৩) পানকারী,(৪) যে মদ আমদানী করে,(৫) যার জন্যে আমদানী করা হয়,(৬) যে পান করায়,(৭) যে মদ বিক্রি করে,(৮) যে মদের মূল্য গ্রহণ করে,(৯) যে মদ কেনে,(১০) যার জন্য কেনা হয়।

মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে নাঃ

মুসনাদে দারিমীর ২১৩৯ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রযি) থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “মদ পানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ

জুয়া ও লটারীঃ

সুধী বৃন্দ ! সূরা মায়েদার ৯০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে ৪ টি বিষয়কে নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ বলেছেন। তার মধ্যে প্রথম ছিলো মদের কথা, যার আলোচনা আমরা শুনছিলাম। দ্বিতীয় বিষয় হল জুয়া খেলা। কুরআন মজীদে দু’ জায়গায় মদের সাথে জুয়ার কথা এসেছে এবং মদের অনুরূপ বিধান জুয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়ছে। অর্থাৎ, জুয়ার মধ্যে কিছু উপকার আছে আবার ক্ষতিও আছে। কিন্তু উপকার লাভের চাইতে ক্ষতি অনেক বেশি। জুয়ার লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলাই জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই মালদার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জুয়ার আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেকের জানা নেই।

মনে রখবেন, জুয়া খেলা নির্ভর করে একজনের লাভ এবং অন্য জনের ক্ষতির উপর। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ। আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এ খেলাই একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। যদি আমরা একটু নিন্তা করি, তাহলে সহজেই বুঝতে পারব যে, এ খেলা জাতিকে ধ্বংস করে এবং মানুষের চরিত্রকে অধঃপতনে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এতে জয়লাভ করে সে অন্যের উপকার থেকে দূরে সরে রক্ত-পিপাসুতে পরিণত হয়ে যায়। আর পরাজিত ব্যক্তি চরম বিপদের সম্মুখীন হয়। তার জীবন যাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ি আয়-রোজগার বা জীবিকা অর্জনের আসল পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত থাকে। চাষ-বাস, ব্যবসা-বণিজ্য ইত্যাদি জাতির উপকারে আসে এমন কাজ থেকে দূরে সরে যায়। তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজীর মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। এভাবে জুয়াড়ি কাজ কর্মে অলস হয়ে পড়ে।

জুয়ার আর একটি ক্ষতি এই যে, জুয়াও মদের মত পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। কারণ, জুয়া খেলাই যে ব্যক্তি পরজিত হয়, স্বাভাবিক ভাবে তার মনে জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় এবং তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা সূরা মায়েদার ৯১ নম্বর আয়াতে বিশেষ করে এ ক্ষতির কথা ঘোষণা করে বলেছেনঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ

“মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।” এ আয়াত দ্বারা জুয়ার আরও একটি মারাত্মক ক্ষতির কথা জানা যায়। তা হল, মানুষ মদের মত জুয়ায় এত মগ্ন হয়ে পড়ে যে, আল্লাহর যিকির, ইবাদত উপাসনা নামায-কালাম থেকে গাফেল হয়ে যায়। জুয়া ও লটারীর একটি নীতিগত ক্ষতি এই যে, এতে অবৈধ ভাবে অপরের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়। কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ

“তোমরা অবৈধ পন্থায় লোকদের ধন-সম্পদ ভোগ করো না।”

জুয়ার ক্ষতিসমূহের মধ্যে আর একটি ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এর কারণে হঠাৎ ক্ষণিকের মধ্যে গোটা একটা পরিবার ধ্বংসের পথে ধাবিত হয়। লক্ষপতি ফকির হয়ে যায়। এমন কি ভিটে-মাটি পর্যন্ত বিক্রয় করতে বাধ্য হয়ে পথের ভিখারী হয়ে যায়। এভাবে গোটা পরিবার চরম বিপদের সম্মুখীন হয়।

লটারীও জুয়ার অন্তর্ভুক্তঃ

ঈমানদার ভাই সকল ! আজকাল বিভিন্ন ধরণের লটারী চালু হয়েছে। এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, যারা ভাগ্য পরীক্ষার নামে, লাখপতি হওয়ার আশায় লটারী কেটে থাকে। জেনে রাখবেন, এসবই জুয়ারই

অন্তর্ভুক্ত। মারাত্মক গোনাহ ও শয়তানী কাজ। ইমাম জাস্‌সাস (রহ) লিখিত আহকামুল কুরআনের ২ খণ্ডের ১১ পৃষ্ঠায় আছে, মুফাসসির সম্রাট হযরত ইবনে আব্বাস (রযি) বলেছেনঃ

إِنَّ الْمُخَاطَرَةَ قِمَارٌ "মুখাতারাহ বা লটারীও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত।" 'মুখাতারাহ' এমন লেনদেনকে বলা হয়, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। লটারীর মাধ্যমে এমনই লেনদেন হয়; বহু মানুষ টাকা দিয়ে লটারীর টিকিট কেনে, কিন্তু তাদের মধ্যে সীমিত কিছু লোক লাভবান হয়। সুতরাং আজকাল লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, সবই হারাম। এক কথায় টাকা-পয়সার বাজী ধরে যত রকম খেলা আছে, সবই হারাম। যেমন দাবা, ছক্কা-পাঞ্জা খেলা ইত্যাদি।

মদ,জুয়া ও লটারী ইত্যাদি থেকে সমাজকে বাঁচাতে হবেঃ

প্রিয় ভাই সকল ! মদ,জুয়া ও লটারী ইত্যাদি যেসব অবৈধ কাজ সমাজে চলছে, আমাদের একান্ত কর্তব্য সমাজকে এমন ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে উদ্ধার করা। যারা এসব কাজে জড়িত, আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখা। সহীহ মুসলমের ৭৮ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের যে কেউ কোন মুনকার বা নিষিদ্ধ কোন কাজ হতে দেখে, সে যেন হাত দিয়ে তথা শক্তি প্রয়োগ করে তা পরিবর্তন করে, যদি শক্তি প্রয়োগ করতে না পারে, তবে কথার দ্বারা প্রতিবাদ করবে, তবে অন্তরে মনে করবে; আর এটা হল ঈমানের দূর্বলতার সর্বশেষ স্তর।"

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, পাপ করা যেমন পাপ। অনুরূপভাবে, অন্যায় অত্যচার এবং পাপ কাজ করতে দেখে তার প্রতিরোধ না করা, নীরবতা অবলম্বন করে ভাল মানুষ সেজে থাকাও পাপ ও অন্যায় অপরাধ। সুতরাং সমাজে কোন অন্যায় কাজ হতে দেখলে যারা সমাজের প্রভাবশালী, তাদের জন্য জরুরী যে, তারা শক্তি প্রয়োগ করে লোকদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। আর যাদের এমন ক্ষমতা নেই তারা মৌখিক উপদেশ দ্বারা লোকদেরকে বোঝাবে, আর যদি সে ক্ষমতাও না থাকে, তবে মনে মনে সে কাজকে ঘৃণা করবে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন প্রত্যেক মু'মিনকে মদ, জুয়া ও লটারী থেকে হেফাযত রাখেন, আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)